সমবায়-এর লক্ষণ
(Definition of Samavāya)

বিশ্বনাথ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* সমবায়ের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ 'সমবায়ত্বং নিত্য সম্বন্ধত্বম্'। অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধই সমবায়। উদয়নাচার্য সমবায়ের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ 'নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্'। অর্থাৎ 'যা নিত্য ও সম্বন্ধস্বরূপ তাই সমবায়'। সমবায়কে 'নিত্যসম্বন্ধ' বলায় সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব্যাপ্তি হয় না, কেননা সংযোগাদি অনিত্যসম্বন্ধ। সমবায়কে 'সম্বন্ধ' বলায় আকাশাদি নিত্যদ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হয় না, কেননা আকাশাদি নিত্য হলেও সম্বন্ধ নয়।

কিন্তু 'নিত্যসম্বন্ধই সমবায়'—এইমাত্র সমবায়ের লক্ষণ হলে স্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। স্বরূপসম্বন্ধ নিত্য ও সম্বন্ধ স্বরূপ। আকাশে আকাশত্ব এরূপ জ্ঞানের বিষয় আকাশত্ব স্বরূপ সম্বন্ধে আকাশে থাকে। আকাশ নিত্য বলে আকাশত্বের স্বরূপসম্বন্ধটি নিত্য হয়। এজন্য সমবায়ের লক্ষণ করতে হবে ঃ 'সম্বন্ধিভিন্ন নিত্যসম্বন্ধই সমবায়'। স্বরূপ সম্বন্ধ নিত্য হলেও তা সম্বন্ধিভিন্ন নয় বলে তাতে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। কপালে ঘট সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু এস্থলে সমবায় সম্বন্ধটি কপাল ও ঘট—এ দুটি সম্বন্ধী থেকে ভিন্নই হয়।[৩২]

মহর্ষি কণাদ *বৈশেষিকসূত্র*-এ (৭/২/২৬) কার্য ও কারণের সম্বন্ধকে সমবায় বলেছেন ('ইহ ইদম্ ইতি যতঃ কার্য কারণয়োঃ স সমবায়ঃ')। ভাষ্যকার আচার্য প্রশস্তপাদ কণাদের সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "কার্য ও কারণের, অকার্য ও অকারণের মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে সম্বন্ধ তাই সমবায়।"[৩৩] প্রশস্তপাদ সমবায়ের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ "অযুত সিদ্ধানাম-আধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ।" অর্থাৎ "আধার-আধেয়ভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এরূপ জ্ঞানের কারণীভূত যে সম্বন্ধ, তাই সমবায়।"[৩৪]

সমবায় সম্বন্ধ যে দুটি সম্বন্ধীর মধ্যে থাকে তারা অযুতসিদ্ধ এবং তাদের একটি আধার ও অপরটি আধেয় হয়। কেবল 'অযুত সিদ্ধদ্বয়ের সম্বন্ধ'-কে সমবায় বললে সুখ ও ধর্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাতে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। ধর্ম সুখের কারণ। তাদের কার্য-কারণ ভাব সম্বন্ধটি অযুত সিদ্ধের সম্বন্ধস্বরূপ হয়। কিন্তু সুখ ও ধর্মের কেউ কারও আধার বা আধেয় নয়। তাই সুখ ও ধর্ম অযুতসিদ্ধ হলেও

---

৩২. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, শ্যামাপদ ন্যায়তর্কতীর্থ, পৃঃ ৩৩১।

৩৩. পূর্ববৎ, ৩২৪।

৩৪. পূর্ববৎ, ৩২৫।

তাদের মধ্যে আধার-আধেয়ভাব না থাকায় তাদের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয় না। তাই বলা হয়েছে ঃ আধার-আধেয়ভূত দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধই সমবায়।[৩৫]

যে দুটি পদার্থ পরস্পর যুত হয়ে (অসম্বদ্ধ হয়ে) সিদ্ধ হয়, পরস্পরের সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে, সে দুটি পদার্থকে যুতসিদ্ধ বলা হয়। দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয়। যেমন, দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ সংযোগ। দণ্ড ও পুরুষ প্রথমে সম্বন্ধযুক্ত থাকে না, পরে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এজন্য দণ্ড ও পুরুষ যুতসিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ নয়।

যুতসিদ্ধ ভিন্ন পদার্থকেই অযুতসিদ্ধ বলা হয়েছে। অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় হচ্ছে সেই দুটি পদার্থ, যাদের অন্তত একটি অপরটি হতে অবিচ্ছেদ্য। যেমন, ঘট ও তার রূপ অযুতসিদ্ধ। ন্যায়-বৈশেষিকমতে, ঘটের লালবর্ণ ঘট ছাড়া কখনও থাকে না, যদিও ঘট তার লালবর্ণ ছাড়া থাকতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, ঘট (দ্রব্য) তার লালবর্ণের (গুণ) সমবায়িকারণ বলে ঘট অবশ্যই তার কার্যের (লালবর্ণ) অন্তত একটি ক্ষণ পূর্বে থাকবে। তাই বলা হয়েছে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণ থাকে না। ঘট ও তার রূপ—এ দুটি পদার্থের অন্তত একটি অপরটি হতে অবিচ্ছেদ্য বলে ঘট ও তার রূপ অযুতসিদ্ধ। এরূপ অযুতসিদ্ধ দুটি পদার্থের মধ্যে একটি আধার ও অপরটি আধেয় হলে তাদের সম্বন্ধই সমবায়। সমবায় সম্বন্ধ পাঁচটি ক্ষেত্রে থাকে। সমবায়ের সম্বন্ধীযুগল হল ঃ (১) অবয়ব-অবয়বী, (২) দ্রব্য-গুণ, (৩) দ্রব্য-ক্রিয়া, (৪) ব্যক্তি (দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া) ও জাতি, (৫) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ।

বিশ্বনাথ *ভাষাপরিচ্ছেদ* গ্রন্থে সমবায় প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"ঘটাদীনাং কপালাদৌদ্রব্যেষু গুণ কর্মণোঃ
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায় প্রকীর্তিতঃ।।"[৩৬]

অর্থাৎ কপাল-এর (অবয়ব) সঙ্গে ঘটের (অবয়বী), ঘট-এর (দ্রব্য) সঙ্গে তার রূপের (গুণ) ও ক্রিয়ার, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার (ব্যক্তি) সঙ্গে জাতির, নিত্যদ্রব্য পরমাণু প্রভৃতির সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ হল সমবায়।

১. অবয়ব-অবয়বী ঃ বস্ত্র (অবয়বী) তন্তুতে (অবয়ব) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তন্তু বস্ত্র ছাড়া থাকতে পারে। কিন্তু বস্ত্র তন্তু ছাড়া থাকতে পারে না। বস্ত্র ও তন্তুর মধ্যে অন্তত একটি (বস্ত্র) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তা তন্তুতেই থাকে। তাই তারা অযুত সিদ্ধ ও আধার-আধেয়ভূত বলে তাদের সম্বন্ধ সমবায়।

---

৩৫. পূর্ববৎ, ৩২৭।
৩৬. কারিকা, ১১।

২. দ্রব্য-গুণ ঃ ঘটের লাল রঙ (গুণ) ঘটে (দ্রব্য) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। গুণ ও দ্রব্যকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকমতে, উৎপত্তি কালে দ্রব্যে গুণ থাকে না, যেহেতু দ্রব্য গুণের সমবায়ী কারণ তারা একই ক্ষণে উৎপন্ন হয় না। তাই ঘট ও তার লাল রঙ—এ দুটির মধ্যে অন্তত একটি (লাল রঙ) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ঘটেই থাকে। কিন্তু ঘট অন্তত একটি ক্ষণ (উৎপত্তিক্ষণ) লাল রঙ ছাড়া থাকতে পারে। ঘট ও তার রূপের মধ্যে অন্তত একটি অপরটি হতে অবিচ্ছেদ্য বলে তারা অযুতসিদ্ধ এবং তাদের একটি আধার (দ্রব্য) ও অপরটি আধেয় (গুণ) বলে তাদের সম্বন্ধ সমবায়।

৩. দ্রব্য-ক্রিয়া ঃ ক্রিয়া দ্রব্যে থাকে সমবায় সম্বন্ধে। একটি গাছের পাতা (দ্রব্য) ও তার ক্রিয়ার সম্বন্ধ সমবায়। গাছের পাতা ও ক্রিয়া—এই দুটির মধ্যে অন্তত একটি (ক্রিয়া) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ গাছের পাতাতেই থাকে। তাই তারা অযুতসিদ্ধ। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না বলে দ্রব্য ক্রিয়াহীন থাকতে পারে।

৪. দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতির সম্বন্ধ সমবায় ঃ জাতি (গোত্ব) ব্যক্তি গো-তে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। গোত্ব ও গো—এ দুটির মধ্যে গো (গরু) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তাতে গোত্ব (জাতি) থাকবেই। কিন্তু গোত্ব গো না থাকলেও থাকে। এ দুটির মধ্যে অন্তত একটি অপরটি থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাই তারা অযুতসিদ্ধ। নিত্যদ্রব্য পরমাণু, আত্মা বা মনে জাতি থাকে সমবায় সম্বন্ধে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যক্তি (পরমাণু, আত্মা, মন) ও জাতি উভয়ই নিত্য বলে তারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

৫. নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ ঃ পরমাণু, আকাশ, দিক, কাল, আত্মা, মন প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে বিশেষ থাকে। এদের সম্বন্ধ সমবায়। এক্ষেত্রে সম্বন্ধী দুটিই নিত্য বলে এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তাই তারা অযুতসিদ্ধ।[৩৭]

2 সমবায়ের অস্তিত্বে প্রমাণ

প্রশ্ন হতে পারে ঃ সমবায়ের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? সমবায়ের জ্ঞান কিভাবে হয়? ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু বৈশেষিকমতে সমবায় অনুমেয়।[৩৮] নৈয়ায়িকেরা বলেন, ঘট ও তার রূপ—এ দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় এবং তা ঘট ও রূপের মতই প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হয়।

বৈশেষিকেরা বলেন, সমবায় প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞাত হতে পারে না। সমবায় এক বলে সমবায়ের প্রত্যক্ষে যাবৎ সম্বন্ধী অর্থাৎ সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী

---

৩৭. Tarkasaṁgraha-Dīpikā on Tarkasaṁgraha, Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers, Calcutta, 1976, pp. 370-72.

৩৮. ভাষাপরিচ্ছেদ, পঞ্চানন শাস্ত্রী, পৃঃ ৭১।

সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সমবায়ের সম্বন্ধীসমূহের মধ্যে অনেক পদার্থই অতীন্দ্রিয় বলে তাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই তাদের সম্বন্ধ সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হয় না। এজন্য বৈশেষিকেরা অনুমান প্রমাণের সাহায্যে সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেছেন। অনুমানটি হল ঃ বিশিষ্টবুদ্ধি বা বিশিষ্টজ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে হয়। 'ঘটটি নীল' হল বিশিষ্টবুদ্ধি। এই বিশিষ্টবুদ্ধিতে ঘট বিশেষ্য এবং নীল বিশেষণের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যস্বীকার্য। এই সম্বন্ধ সংযোগ হতে পারে না। কেননা এস্থলে সম্বন্ধী দুটিই দ্রব্য নয়। ঘট দ্রব্য, কিন্তু নীল হচ্ছে গুণ। আবার ঘট ও নীলের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা তাদাত্ম্য হতে পারে না, কেননা তারা পরস্পর ভিন্ন। তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দুটি অভিন্ন পদার্থেই হয়। সুতরাং 'ঘটটি নীল' এই বিশিষ্টবুদ্ধি স্থলে যে সম্বন্ধ বিষয় হয়েছে তার নাম সমবায়। এভাবে অনুমানের দ্বারা সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।[৩৯]

সংযোগ ও সমবায়

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সংযোগকে সম্বন্ধ বলা হলেও সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে নানা পার্থক্য আছে।

১. সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু সংযোগকে পদার্থ বলা হয়নি। সংযোগকে গুণের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

২. সমবায়কে নিত্য সম্বন্ধ বলা হয়েছে। সমবায় অনিত্য হলে তারও ত্রিবিধ কারণ থেকে (সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ) উৎপত্তি স্বীকার্য। কিন্তু সমবায়ের সম্বন্ধী সমবায়ী কারণ নয়। তাই সমবায়ের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সমবায়ের সম্বন্ধীর বিনাশে সম্বন্ধের জ্ঞান সমগ্রী বিনষ্ট হয়; কিন্তু সমবায় নিত্য ও স্বতন্ত্র বলে বিনষ্ট হয় না।

সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ। যেখানে সংযোগ সম্বন্ধ হয়, সেখানে শেষে বিভাগ দেখা যায়। যেমন—বৃক্ষে কাকের যে সংযোগ বা হস্ত ও বৃক্ষের যে সংযোগ, তা শেষে বিভাগ হলে নষ্ট হয়ে যায়। কাক গাছ থেকে আবার উড়ে গেলে বৃক্ষ থেকে কাকের বিভাগ হয়; তখন সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সংযোগ অনিত্য সম্বন্ধ।

অপরপক্ষে, কপাল ও ঘটের যে সমবায় সম্বন্ধ তা বিভাগে শেষ হয়ে যায় না। ঘট বা কপাল কোনটিই কখনও বিভক্ত হয়ে অবস্থান করে না। তাই কপাল-ঘট প্রভৃতি অযুতসিদ্ধের সম্বন্ধটি সমবায়, সংযোগ নয়।

---

৩৯. পূর্ববৎ, পৃঃ ৭২-৭৩।

৩. সমবায় সম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি অযুতসিদ্ধ পদার্থেই হয়। অপরপক্ষে, সংযোগ যে সম্বন্ধীদ্বয়ে থাকে তা যুতসিদ্ধ, অযুতসিদ্ধ নয়। দণ্ড ও পুরুষ প্রথমে অসম্বদ্ধ থাকে, পরে সম্বদ্ধ হয়। তাই দণ্ড ও পুরুষ যুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধকে সংযোগ বলা হয়। কিন্তু ঘট ও তার রূপ, ঘট ও ঘটত্ব প্রভৃতি কখনও অসম্বদ্ধ হয়ে থাকতেই পারে না। তাই তারা অযুতসিদ্ধ পদার্থ। এদের সম্বন্ধই সমবায়।

৪. সংযোগ সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যেই হয়। দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে সংযোগ সম্বন্ধ হয় না। ঘট ও পট দুটি দ্রব্য। এদের সংযোগ হতে পারে। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ দুটি দ্রব্যের মধ্যে (যেমন—অবয়ব-অবয়বী) হতে পারে, আবার এমন দুটি পদার্থের মধ্যেও হতে পারে যারা দুটিই দ্রব্য নয় (যেমন—দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম)।

৫. আচার্য উদয়ন সমবায়কে 'নিত্যপ্রাপ্তি' বলেছেন। অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধই সমবায়। অযুতসিদ্ধের মানে হল প্রাপ্তসিদ্ধ অর্থাৎ তারা প্রাপ্তই থাকে, অপ্রাপ্ত থাকে না। তাই প্রাপ্তদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাই সমবায়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধ অপ্রাপ্তদ্বয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ।

৬. সংযোগ ও সমবায় উভয়ই বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমবায় সম্বন্ধ যে অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ে থাকে তাদের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে। যেমন—কপাল ও ঘটের সম্বন্ধ সমবায়। এস্থলে কপাল হচ্ছে আধার এবং ঘট আধেয়। কিন্তু সংযোগ সম্বন্ধের সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে সর্বদা আধার-আধেয় ভাব থাকে না। হস্ত ও কলমের যে সংযোগ, সে স্থলে হস্ত আধার ও কলম আধেয় হয়। কিন্তু হস্তের দুটি অঙ্গুলির যে সংযোগ সেখানে কোন অঙ্গুলিই আধার হয় না বা আধেয় হয় না। সুতরাং সমবায় সংযোগ হতে পারে না।

৭. সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। অর্থাৎ সংযোগ যে অধিকরণে থাকে, সেই অধিকরণে তার অভাবও থাকে। যেমন—বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে বললে সেখানে কপিসংযোগের অভাবও আছে বলা যায়। কেননা বৃক্ষের সর্বাংশে কপিসংযোগ থাকে না। কিন্তু সমবায় ব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধ। ঘটে রূপ থাকে সমবায় সম্বন্ধে। কিন্তু ঘটের কোন অংশে রূপ আছে, কোন অংশে রূপের অভাব আছে, তা বলা যায় না।

সমবায় সম্বন্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি

প্রভাকর মীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক ভিন্ন অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে সমবায় স্বীকৃত হয়নি।

মীমাংসক প্রভাকর সমবায় স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে, সমবায় নিত্য ও অনিত্য হতে পারে। অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় নিত্য হলে, তাদের সমবায় নিত্য হবে।